তারিখ 9 FEB 2017
পৃষ্ঠা

এবারের একুশের স্লোগান হোক

‘পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করতে হবে’

দেবাহুতি চক্রবর্তী

সময় বিশেষে মানুষ মাত্রেই কোন না কোনভাবে আবেগ তাড়িত হয়। আমরাও হই এবং একটু বেশি মাত্রায় হই। বিশেষ বিশেষ দিবস-মাস-উৎসব-পালা-পার্বণ ঘিরে আমাদের আবেগ সুবিদিত। বিষয়টা মোটেই খারাপ নয়। উচ্ছ্বাস-আনন্দ-শোক-দুঃখ-বেদনার মাঝ দিয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের পরিচর্যা করি। কিছুটা হলেও পরিশীলিত হতে শিখি। কিন্তু ইদানীং আমাদের জাতীয় জীবনের সকল আবেগের আড়ম্বর যত বাড়ছে, আমরা ততই আত্মহারা হয়ে যাচ্ছি আতিশয্যে। যাকে কেন্দ্র করে আড়ম্বরের ডালা সাজাচ্ছি অন্তরের অন্তঃস্থলে তাকে স্পর্শ করতে পারছি কতটা সেটা ক্রমশই প্রশ্ন হয়ে উঠছে। কোথায় যেন মূল শিকড়ের টানটা হারিয়ে যাচ্ছে। –‘তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি–’ বিষয়টা অনেকটাই এ রকম দাঁড়িয়েছে।

ফেব্রুয়ারি এসে গেছে। দেশের সর্বত্র সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান, সকল সংগঠন কোন না কোনভাবে ভাষার মাস পালনের, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বা শহীদ দিবস পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আশা করি সুন্দরভাবে নানা আয়োজন ও অনুষ্ঠানের মাঝ দিয়ে এবারের ফেব্রুয়ারিও পালিত হবে। ভাষার মাসের সকল অনুষ্ঠানের মাঝে বইমেলা সকলের জন্যেই একটা বড় আকর্ষণের। বইমেলাকে বলা হয় ভাষার মাসের প্রাণের মেলা। এই মেলাকে ঘিরে সব বয়সী ক্রেতা, বই বিক্রেতা এবং প্রকাশকগণ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর বই মেলার সাথে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক আয়োজনের মেলবন্ধন দেশের গণ্ডি ছেড়ে ক্রমশই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে।

এতকিছু ঠিকঠাক থাকার পরও মনে হয় কোথায় যেন আমরা একে অন্যকে ফাঁকি দিচ্ছি। নিজেরা ফাঁকিতে পড়ছি। একুশের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কথাগুলো পরস্পর অঙ্গাঙ্গিবদ্ধ। কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং আমরা বলে থাকি একুশের ধারাবাহিকতাই পরিপূর্ণতা পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। বাহ্যতঃ বাহান্নর ভাষা আন্দোলন হয়েছে মাতৃভাষার দাবিতে। পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছে। আর আমাদের ছেলেরা বুকের রক্ত রাজপথে ঢেলে সেই অভিলাষকে প্রতিহত করেছে। কিন্তু এ কথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মূলত মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রাম ছিল পাকিস্তানি দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম। আর সেই সংগ্রামের ধারাবাহিকতার ফসল আজকের বাংলাদেশ। নিঃসন্দেহে এই রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি অসাম্প্রদায়িক, শোষণহীন নারীপুরুষের সমতাপূর্ণ মানবিক সমাজ গঠনের প্রয়াস।

পাশাপাশি এটাও সত্য যে, পাকিস্তানি দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারক-বাহকরা অদ্যাবধি এই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই তাদের লোলুপ থাবা নিয়ে বসে আছে। এবং সুযোগ মতো হিংস্র থাবা বিস্তার করে চলেছে। ফলে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা থেকে বাংলাদেশ এখনো রেহাই পায়নি। বরং আমরা দেখছি আমাদের ক্রমবর্ধমান আত্মতুষ্টি, আর আত্মম্ভরিতার ফাঁকফোকর দিয়ে আবারও সেই বাংলা ভাষা, বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সর্বোপরি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ওপর ক্রমশ দ্বিজাতীয় আগ্রাসন আর

আক্রমণ বেড়েই চলছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই বিষয়টা আমরা কত নির্বিকারে মেনে নিচ্ছি। আমাদের ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা, উপেক্ষা দিয়ে আমরা দৃশ্যমান সত্যকে প্রতিনিয়ত অস্বীকার করে চলেছি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হলে দেশকে অসাম্প্রদায়িক হতেই হবে। এই রাষ্ট্রের সাথে বাংলা ভাষা-বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এর মাঝেই আছে এ দেশের অন্যান্য জাতিসত্তার স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্বীকৃতি ও সম্মান।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান আমলের মতো আবার সেই বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত চলছে। ইংরেজি বছরের প্রথম থেকে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যেসব তথ্য আলোচনা, সমালোচনায় উঠে আসছে তাতে পরিষ্কার সাম্প্রদায়িক শক্তি এখন আর লুকিয়ে পালিয়ে নেই। সরাসরি আত্মপ্রকাশ করে রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভগুলোকে ভেঙে ফেলতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বছরের প্রথম দিন দেশজোড়া প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দেয়াটা এক অসাধ্যসাধন বটে। এর পিছনে রয়েছে কঠিন কর্ম-তাগিদ, বিপুল অর্থব্যয় এবং সংশ্লিষ্ট মহলসমূহের সদিচ্ছা। বিশাল সমারোহে পুস্তক বিতরণী উৎসব আমরা নানাভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। সরকার ও শিক্ষা অধিদফতর প্রশংসার দাবি করতেই পারে। কিন্তু বিশ্বে নজিরবিহীন এই বিশাল কর্মযজ্ঞের আড়াল থেকে ক্রমশই বিরুদ্ধ সত্যটা প্রকট হচ্ছে। ছোট বড় যে কোন কাজে মানুষের ভুল হতেই পারে। ‘ভুল’ শব্দটার সাথে জড়িয়ে আছে আর একটি শব্দ ‘অনিচ্ছাকৃত’। এবারের পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু ভুল মুদ্রণবিভ্রাট বা পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের অসাবধানতাবশত ভুল হিসেবে ধরা যেতে পারে। সম্পাদনার কাজ সম্পূর্ণ না করে এই ভুলে ভরা বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়াটা যদিও সম্পূর্ণ অনুচিত এবং অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বাংলাদেশের ইতিহাস ইত্যাদির ওপর যখন পাঠ্যপুস্তক কারিকুলামের নামে আগ্রাসন চালানো হচ্ছে তখন তাকে ভুল বলার অবকাশ থাকেনা। দীর্ঘদিন ধরে সরকারের অভ্যন্তরে থেকে সরকারের শিক্ষা অধিদফতর নানাভাবে এই অপচেষ্টার সাথে জড়িত রয়েছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের পূর্ব মেয়াদেও বিভিন্ন সময় শিক্ষা কারিকুলাম বোর্ড প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এখন ক্রমশই তা প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট হচ্ছে। কীভাবে পাঠ্যপুস্তককে পাকিস্তানিকরণ করা যায় তার জন্য সাম্প্রদায়িক তৎপরতা এখন প্রকট এবং দৃশ্যমান। ভাষার মাস আমরা পালন করি কেন? দেশের সর্বত্র কম-বেশি বইমেলা নিয়ে ফেব্রুয়ারিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠি কেন? মূল জায়গাটা আমরা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছি। ষোল কোটি মানুষের দেশে কজন মানুষ পাঠ্যপুস্তকের সামপ্রদায়িক আগ্রাসনের ভয়াবহতা নিয়ে এখন ভাবছেন? অথচ এই সাম্প্রদায়িকতাকে শুধু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে বিবেচনার আর অবকাশ নেই। মনে রাখা দরকার ভারত বিভাগের সাথে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ঐতিহ্যের অধিকাংশই কখনোই দ্বিখণ্ডিত হবার নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে সামগ্রিক বাংলা ভাষা, বাঙালি ও বাংলাদেশের অস্তিত্ব। বিষয়টি উপেক্ষা করে নির্বিকার থাকা আর দ্বিজাতিতত্ত্বের ছুরি চালানো একই কথা। এখানে প্রতিবাদী না হয়ে ওঠা আর বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তান বানানোর স্বপ্ন সার্থক করা একই কথা। তাহলে কোথায় থাকে আমাদের একুশের গর্ব? কোথায় থাকে মুক্তিযুদ্ধের অহংকার?

লক্ষ লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখরিত হচ্ছে হবে একুশের বইমেলা। শত শত নবীন প্রবীণের লেখায় ভরে উঠছে চত্বর। পাঠক বা দর্শকরা ছুটছে মৌমাছির মতো। হুমায়ুন আযাদ, অভিজিৎ, দীপনের মতো কত তরুণ প্রাণের রক্তে ভেজা এই বইমেলা, এই ফেব্রুয়ারির চেতনার আকাশ-বাতাস। আমরা নির্বিকার। ক্ষমতা রক্ষার জন্য যেভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে পাঠ্যপুস্তকে চালান দেয়া হচ্ছে, যেভাবে বাংলা ভাষা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে আমাদের মনের কালো আচ্ছাদনের আড়ালে তারপরও আমরা আমাদের সবটুকু বোধ ঢেকে রাখছি। শেষ রক্ষা হবে কী? নাকি এই আমাদের গন্তব্য? আর তা যদি না হয় তাহলে নিজেদের চেতনাবোধ জাগ্রত করে এবারের একুশের স্লোগান হোক একটাই– ‘পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করা হোক–।’ এবং সেখানে সকল সচেতন নাগরিকের অংশ নিতে হবে। আমাদের উদাসীনতার মাঝে চিহ্নিত চক্রকে উপেক্ষার সুযোগ বা সময় কোনটাই আর নেই। কারণ তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।